দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 FEB 1989 পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ভিকারুননেসা নুন বালিকা বিদ্যালয় বছরের সেরা স্কুল

॥ আবুল কাসেম ॥

সর্ব বিষয়ে উত্তম ফল লাভের জন্য ভিকারুননেসা নুন বালিকা বিদ্যালয়কে সরকার এ বছরে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে ঘোষণা করেছেন। স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজার। এতে দু' শিফটে পড়ানো হয়। শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ১১০ জন। গত এসএসসি পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানীয় ১০ জন মেয়ের মধ্যে ৫ জনই ভিকারুননেসা স্কুলের ছাত্রী। সকল ছাত্রী পরীক্ষায় পাস করেছে। এদের মধ্যে বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে ৯৪ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১১ জন পাস করেছে। বিজ্ঞানে ২৮ জন স্টার পেয়েছে। মানবিক শাখায় ৫১ জন ছাত্রীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩৭ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি খুবই উন্নতমানের। প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রতিটি বিষয়ে ২৫ নম্বরের পরীক্ষায় ১০ নম্বর অবশ্যই পেতে হয়। লিখিতভাবে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। ক্লাসের পড়া ও বাড়ীর পড়া আলাদা-আলাদা খাতায় লিখতে হয়। ইংরেজী, বাংলা ও অংকের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ইংরেজী পড়ানোর জন্য আলাদা শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন। তারা ইংরেজীতে মাস্টার ডিগ্রীধারী। তাদের ইংরেজী ছাড়া অন্য বিষয়ে পড়াতে হয় না। বার্ষিক পরীক্ষার জন্য যথারীতি প্রত্যেক বিষয়ে একশ' নম্বর নির্দিষ্ট রয়েছে। ছয় মাসিক পরীক্ষার জন্য প্রতি বিষয়ে ৭৫ নম্বর রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে ক্লাস পরীক্ষায় ২৫ নম্বর ধরা হয়। ক্লাস পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

স্কুলের ছাত্রীরা লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী। শিক্ষয়িত্রীরা কোন রকম বাইরের রাজনৈতিক প্রভাবে না পড়ে সব সময় ক্লাস নেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে সব ছাত্রী যাতে লেখাপড়ায় ভাল করে, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রীর ক্লাসের ফলাফল প্রতি মাসে পর্যালোচনা করা হয়। এ ফল ছাত্রীর পিতামাতা বা অভিভাবক/অভিভাবিকাকে জানানো হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস হামিদা আলী বলেন যে, ছাত্রীরা ভাল করার জন্য সব সময় চেষ্টা করে। শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ যত্ন নেন। সার্বিক চেষ্টার ফলেই এ স্কুলের ছাত্রীরা ভাল ফল করে বলে প্রিন্সিপাল জানান। ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা ধর্মঘট থেকে দূরে থাকে।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য স্কুলের সকল ছাত্রীকে কৃষ্ণচূড়া, দোলন চাপা, অপরাজিতা ও কনকচাপা— এ চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এরা নিয়মিত খেলাধুলা করে এবং বাইরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তারা নিয়মিত হ্যাণ্ডবল ও ভলিবল খেলে। তারা রচনা, গান, চিত্রাংকন ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রথম শ্রেণীর এক শিশু ছাত্রী নিতু ১৯৮৭ সনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য সহায়তা চেয়ে তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগ্যান, বৃটেনের রাণী এবং আরো ২ জন বিশ্ব নেতার কাছে চিঠি লেখে। নিতু তাদের থেকে চিঠি পায়।

প্রিন্সিপাল হামিদা আলী

উত্তরে তারা বাংলাদেশের বন্যাবিধ্বস্ত সকলের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজে ভিকারুননেসা স্কুলে এসে নিতুকে একটি রজনী গন্ধা ফুলের তোড়া এবং এক বাক্স টফি উপহার দেন। স্কুলের এক ছাত্রী শংকর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চিত্রে পুরস্কার পায়। অন্য এক প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী জার্মানীতে গিয়ে গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছে। স্কুলের ছাত্রীরা রেডিও ও টেলিভিশনের প্রোগ্রামে যোগদান করে। গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলের ছাত্রী ফারজানা কাদের লিপ্তা সম্মিলিত তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে ইংরেজী প্রথম পেপারে ৭৭ নম্বর এবং দ্বিতীয় পেপারেও ৭৭ নম্বর পেয়েছে। বাংলা প্রথম পেপারে ৫৭ নম্বর এবং দ্বিতীয় পেপারে ৭৯ নম্বর পেয়েছে। স্কুলের তানিয়া রুবাইয়াৎ ইংরেজীর প্রথম পেপারে ৭২ নম্বর এবং দ্বিতীয় পেপারে ৭৬ পেয়েছে। বাংলায় প্রথম পেপারে ৫৯ এবং দ্বিতীয় পেপারে ৭১ নম্বর পেয়েছে। সে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৬তম স্থান অধিকার করেছে।

স্কুলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়েও ভাল ফল করে। স্কুলের ছাত্রী নুজাত আমীর ১৯৮৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আশেকা ইরশাত এবং সোসিওলজিতে রাশেদা ইরশাত প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। ভিকারুননেসা স্কুল ভাল হওয়ায় ভর্তির জন্য খুবই চাপ পড়ে। চলতি সনে প্রথম শ্রেণীতে ৩৫০ জন ছাত্রীর ভর্তির জন্য ২ হাজার ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ঢাকার বিভিন্ন অংশে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যেসব স্কুল আছে, সেসব স্কুলকে সহায়তা করে আদর্শ স্কুল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস হামিদা আলী সরকারের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালে ভিকারুননেসা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুলে তখন সিনিয়র কেমব্রিজ পর্যন্ত পড়ানো হতো। ১৯৬০ সাল থেকে স্কুলটি স্কুল বোর্ডের অধীনে আনা হয়। তখন থেকে বোর্ডের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে। স্কুলে ১৯৭৪ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করা হয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকে মাধ্যমিক কোর্স পর্যন্ত ডবল শিফট চালু করা হয়েছে। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় স্কুলের ১৫ জন ছাত্রী স্টার পেয়েছে। এইচএসসি'র বিজ্ঞান পরীক্ষায় ৮৯ জন প্রথম বিভাগে এবং ১৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং মানবিক বিভাগের পরীক্ষায় ৭৪ জন প্রথম বিভাগে এবং দ্বিতীয় বিভাগে ২৪ জন পাস করেছে। শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী ও অভিভাবক সকলের সঠিক চেষ্টায় স্কুলের ছাত্রীরা ভাল ফল লাভ করেছে এবং স্কুলটি সকল বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী বিবেচিত হয়েছে। বেসরকারী স্কুলও যে সরকারী স্কুল থেকে ভাল করতে পারে, ভিকারুননেসা স্কুলের ফলাফল তারই প্রমাণ বহন করে।